দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 AUG 199...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বঙ্গবন্ধু হলে আগের অবস্থা ঃ সূর্যসেন হলে আতংক

ওরা আবার ফিরে এসেছে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। সাধারণ ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে বিতাড়িত বহিরাগত মস্তান ও সন্ত্রাসীরা আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে ফিরে এসেছে। তারা মিছিলকারী ছাত্রদের হুমকি দিচ্ছে। হল প্রশাসন ও পুলিশের অসহযোগিতায় ছাত্ররা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

গতকাল সন্ধ্যায় প্রভোস্ট স্টান্ডিং কমিটির এক সভায় হল গেটে পরিচয়পত্র চেক করার ব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গত রোববার বিকেলে হলের ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে এদেরকে বের করে দেয়ার মাত্র ৬/৭ ঘন্টা ব্যবধানে রাত ১১টার দিকে তারা আবার হলে ফিরে আসে এবং বেদখল হয়ে যাওয়া রুমগুলোতে আবার অবস্থান নেয়। মুহসীন হলের কয়েকজন ক্যাডার এসে তাদেরকে হলে তুলে দিয়ে যায় এবং ছাত্রদের গালাগাল করে যায়। এ ক্যাডাররা সাধারণ ছাত্রদের হুমকি দিচ্ছে বলে হলের ছাত্ররা জানায়। তারা জানায়, এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও হল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কোন খোঁজখবর নেয়নি, হল গেটে বসিয়ে রাখা

ওরা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

ওরা ঃ আবার ফিরে এসেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ 'মূর্তির মত' সব ঘটনা দেখলেও কিছু বলছে না। এ অবস্থায় তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে ছাত্ররা জানায়।

গতকাল দুপুরে ছাত্রলীগের 'রতন–তমি' গ্রুপের নেতা রতন পারভেজ নামে এক বহিরাগতকে মারধর করে পুলিশে দিয়েছে। জানা গেছে পারভেজ গত শনিবার সংঘটিত ছিনতাইয়ের সাথে যুক্ত থাকার কারণে তাকে পুলিশে দেয়া হয়।

সূর্যসেন হলের ছাত্র, কর্মচারী ও দোকানদারদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, সূর্যসেন হলে অবস্থানকারী বহিরাগতদের তাড়ানোর পর হলে স্বস্তি ফিরে এসেছিল। কারণ এরা ক্যান্টিন, ক্যাফেটেরিয়া ও দোকানগুলোতে হাজার হাজার টাকা বাকির নামে ফাও খেয়েছে। টাকা চাইতে গেলে মারধর করারও নজির রয়েছে।

হলের ষাটোর্ধ্ব দোকানদার মোহাম্মদ উল্লাহ জানান, তার দোকানে শত শত টাকা বাকি খেয়েছে এই বহিরাগত ক্যাডাররা। চাইতে গেলে মারতে আসে। ক্যাডাররা প্রতিটি দোকান থেকে সিগারেট, চা খেয়ে থাকে। ক্যান্টিন ও ক্যাফেটেরিয়ায় বাকি থাকলেও ক্যাডারদের ভয়ে তারা এ বাকির কথা স্বীকার করছে না।

বঙ্গবন্ধু হল ঃ গত ৯ই আগস্ট হল প্রভোস্টকে হুমকি ও তার আগের দিন দোকানদারকে বেদম মারধর করার পরও হলের পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। হলে বহিরাগত, অছাত্র, সন্ত্রাসী ও মস্তানরা আগের মতই অবস্থান করছে।

প্রভোস্টকে হুমকি দেয়ার পর ২/১ দিন হলে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হলেও বর্তমানে আগের অবস্থাতেই ফিরে গেছে। হল প্রভোস্ট বহিরাগতদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিলেও তা কোন কাজে আসেনি।

বহিরাগত ও অছাত্ররা কমপক্ষে ৮টি রুম দখল করে আছে। ৪ সিটের একটি রুম দখল করে রেখেছে ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ গ্রুপের এক ক্যাডার নেতা। হলের ছাত্ররা জানায় সে ছাত্র নয়।

গত ৯ই আগস্ট সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেয়ার কথা থাকলেও কমিটি এখনো কোন রিপোর্ট দেয়নি। কমিটি সূত্র জানায়, তদন্ত কাজ দেরিতে শুরু হওয়ায় রিপোর্ট দিতে দেরি হচ্ছে।

প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি সিদ্ধান্ত ঃ হলগুলোর এ পরিস্থিতিতে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকদের সমন্বয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ একে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রতিটি আবাসিক হলের গেটে ছাত্রদের পরিচয়পত্র চেক করার ব্যবস্থা জোরদার করা হবে এবং কোনভাবেই যাতে কোন বহিরাগত বা সংশ্লিষ্ট হলের ছাত্র নয়–এমন কেউ ঐ হলে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হলসমূহের আবাসিক ও সহকারী আবাসিক শিক্ষকগণ পালাক্রমে হল অফিসে উপস্থিত থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ছাত্রদের মধ্যে যারা নিজ নিজ হলে অবস্থান করতে পারছে না তাদেরকে স্ব–স্ব হলের প্রাধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট হল প্রাধ্যক্ষগণ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

'কারণ দর্শাও' নোটিশ : ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক কাজী এবাদতকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে 'কারণ দর্শাও' নোটিশ দেয়া হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি এনামুল হক শামীম ও সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না গতকাল সোমবার এ নোটিশ দেন।

বঙ্গবন্ধু হলে সন্ত্রাসীদের "ফাও খাওয়া ও হলে অবস্থান" সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করায় গত ১০ই আগস্ট